অসীম মানসিকতা

শাকির আহমেদ ফরাজী

অসীম মানসিকতা

মূল প্রবন্ধটি নাওয়ায়ে গাজওয়ায়ে হিন্দ সাইটে দুই পর্বে প্রকাশিত হয়। মুহতারাম শাকির আহমেদ ফরাজী ভাই বাংলাদেশি হলেও মূল প্রবন্ধটি ছিল উর্দু ভাষায়। আসওয়াদ মিডিয়া কর্তৃক প্রবন্ধটি তরজমা ও সম্পাদনা শেষে আপনাদের সামনে পেশ করা হলো।

[আসওয়াদ প্রকাশনা : ১]

শাকির আহমেদ ফরাজী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه . أمابعد

সসীম বনাম অসীম মানসিকতা

সসীম এবং অসীম মানসিকতা বুঝতে হলে, আসুন প্রথমে বোঝার চেষ্টা করি সসীম দ্বন্দ্ব কী আর অসীম দ্বন্দ্ব কী।

সসীম দ্বন্দ্ব

সসীম দ্বন্দ্বের অর্থ বুঝতে, আসুন একটি খেলার উদাহরণ দেই। উদাহরণস্বরূপ, ১০০ মিটার দৌড়ের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। সমস্ত নিয়ম মেনে, যে আগে দৌড় শেষ করবে সে খেলায় জয়ী হবে। কিন্তু যদি আগে দৌড় শেষ করা সত্ত্বেও সে কোন একটি নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহলে তাকে জয়ী ঘোষণা করা তো হবেই না, বরং সে খেলা থেকেই ছিটকে যাবে। এটা সহজেই বোধগম্য। এটাই সসীম দ্বন্দ্ব।

অসীম দ্বন্দ্ব

অসীম দ্বন্দ্বের ধারণাটি ব্যাখ্যা করার জন্য, আমরা হক ও বাতিলের মধ্যকার দ্বন্দ্বের উদাহরণ দিতে পারি। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির শুরু থেকেই চলছে এবং বিচার দিবস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই দ্বন্দ্ব কোন নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায়না। এটা ধরে নেওয়া যায় না যে উভয়ই নিয়ম মেনে যুদ্ধ করবে, যেমন একটি দৌড় বা কুস্তির খেলায় নিয়ম মানা হয়ে থাকে। অসীম এই সংঘাতে সর্বদা নতুন কৌশল উদ্ভূত হচ্ছে, নিয়ম এবং কৌশল ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই দ্বন্দ্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হবার নয়। আবার এখানে প্রতিপক্ষকেও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়না। যদি দুজন মানুষ কুস্তি করে, চাইলেই সেখানে তৃতীয় পক্ষ এসে একজনকে সাহায্য করতে পারে না। কুস্তিতে সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। কিন্তু অসীম যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখুন, এখানে প্রতিপক্ষ স্থির নয়। প্রতিপক্ষদের চিহ্নিত করা কঠিন, কারণ আপনার আপন মিত্ররা যেকোনো সময় আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। তারা আপনার প্রতিপক্ষ হয়ে হতে পারে। বনু কুরাইজা মদীনাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তবুও তারা আহযাবের যুদ্ধে মুসলমানদের পিঠে ছুরি মেরে শত্রুতে পরিণত হয়। স্পষ্ট করে বললে, সসীম সংঘাতে স্থান নির্দিষ্ট থাকে। সময় মাপা থাকে। শত্রু চিহ্নিত আর সম্মুখে থাকে। কিন্তু অসীম সংঘাত দীর্ঘ অতীত থেকে চলমান, শেষতক চলবে। শত্রুর বৈশিষ্ট জানা থাকলেও শত্রু অনির্দিষ্ট এবং অগণিত। স্থান অনির্দিষ্ট, বরং স্থান সর্ববিস্তৃত।

এবার আসা যাক মানসিকতার প্রসঙ্গে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার এবং পেন্টাগনে হামলার ঘটনার পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করে। এই আক্রমণে ন্যাটো বাহিনীও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

সাথে ছিল। আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়াও, ন্যাটো জোটে প্রায় ৪০টি দেশ জড়িত ছিল। একসাথে মিলে তারা এমন একটি দেশ আক্রমণ করেছিল যা বিশ্বের সবচেয়ে দুর্বল এবং দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে একটি ছিল। আক্রমণকারীরা ছিল এমন একটি দল যারা বিশ্বেরকে এতো পরিমাণ শোষণ করেছিল যা ইতিহাসে অন্য কেউ করতে পারেনি। এই অসম যুদ্ধ ২০০১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর ধরে চলছিল। যুদ্ধের সমস্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ন্যাটো জোট প্রতিটি দিক থেকেই এগিয়ে ছিল। ন্যাটো জোট এবং তালেবানের মধ্যে ক্ষমতার পার্থক্য এতটাই বেশি ছিল যে এর তুলনাও করা যায় না। মৃত্যু এবং হতাহতের হিসাব করার পরও দেখা যায় যে তালেবানদের ক্ষয়ক্ষতি ন্যাটো জোটের তুলনায় অনেক গুণ বেশি ছিল। কিন্তু এত তীব্র ভারসাম্যহীনতা সত্ত্বেও, মুসলমানরা অবশেষে জয়লাভ করে। এর পিছনে মূল কারণ কী ছিল? কী ছিল সেই 'X- Factor' যা মুসলমানদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো জোটের চেয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল?

সেই এক্স-ফ্যাক্টরটি হলো আমেরিকা আফগানিস্তানে ‘দিন’, ‘মাস’ আর ‘বছর’ ধরে লড়াই করার জন্য গিয়েছিল। অর্থাৎ তাদের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারন করা ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানকে তাদের নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী পুনর্গঠিত করা। তারা আসবে, কয়েক বছর থাকবে, তালেবানদের উৎখাত করবে এবং তাদের পছন্দের কাউকে ক্ষমতায় বসাবে, এবং তারপর তারা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে। তারা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মিডিয়াতে বড় বড় মিথ্যাচারও করেছিল। আমেরিকান এই মানসিকতা আসলে একটি সীমিত, সসীম, সংকীর্ণ ও আবদ্ধ মানসিকতার প্রকাশ ছিল। তারা তাদের সীমিত মানসিকতা নিয়ে একটি অন্তহীন অসীম সংঘাতে প্রবেশ করেছিল। অন্যদিকে, তাদের শত্রুরা ছিল অসীম লড়াইয়ে প্রস্তুত। তালেবানরা ছিল, আমেরিকার সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতার। তাদের মানসিকতা ছিল যে এটি আমাদের যুদ্ধ, কুফুরের বিরুদ্ধে ঈমানের যুদ্ধ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে একটি চিরন্তন চলমান যুদ্ধ এবং আমাদের শরয়ী জিহাদের অংশ। আমরা সর্বদা জীবন ও মৃত্যুর চিরন্তন সংগ্রামে হকের জন্য লড়াই করব এবং আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে। ২০ বছর ধরে লড়াই করার পরে, যদি আমাদের আরও ২০ বছর লড়াই করতে হয়, তবুও আমরা লড়াই করব। তালেবানদের মধ্যে ক্লান্তির কোনও চিহ্ন ছিল না। তারা কোন নির্দিষ্ট সসীম লক্ষ্য নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লড়াইয়ে যোগ দেয়নি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকাকালীন তালেবানরা প্রথম একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। তবে, বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণের পর, এই চুক্তি স্থায়ী হবে কিনা তা নিয়ে কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়। যাই হোক, ট্রাম্পের সাথে এই চুক্তি করার সময় তালেবানদের মানসিকতা কী ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর সেই সময়ের তালেবান নেতাদের সাক্ষাৎকারেই ফুটে উঠেছে। তালেবানরা বলেছে যে যদি এই যুদ্ধ আরও ২০ বছর ধরে চলতে থাকে, তাহলে তা আমাদের কোনও সমস্যা না, বরং আমরা জিহাদ করতে পেরে খুশি।

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার মেয়াদের শেষদিকের এক ভাষণে বলেছিলেন :

> **আমি খুব বেশি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিতে চাইনা। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি এখনও কঠিন। ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, যুদ্ধ আফগানিস্তানের জীবনের একটি অংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদের নির্মূল করতে পারছে না, এমনকি দেশ থেকে সহিংসতাও নির্মূল করতে পারছে না**

ট্রাম্পের কাছ থেকেও একই রকমের একটি বক্তব্য শোনা যায়। সেই সময় ট্রাম্পের বেশ কিছু বক্তব্য ছড়িয়ে পড়েছিল। তালেবান সম্পর্কে তার বক্তব্য ছিল :

> **তাদের কাজই হলো লড়াই করা। তারা প্রতি বছর লড়াই করে যেমন আমরা ফুটবল খেলি। এটা তাদের কাজ, এটা তাদের প্রিয় জিনিস।**

একজন প্রাক্তন সোভিয়েত জেনারেলের একটি খুব বিখ্যাত উক্তি আছে, যেখানে জেনারেল বলেছিলেন :

> **আমাদের বন্দুকের নলের নিচে তারা স্বর্গ দেখতে পাচ্ছে। আমরা কীভাবে তাদের সাথে লড়াই করব?**

বাস্তবতা হলো, এই মানসিকতার লোকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জেতা অসম্ভব। কিছু মানুষের মানসিকতা হলো তারা বলে যতক্ষণ সময় লাগে, যতক্ষণ আমাদের লড়াই করতে হয়, আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। যুদ্ধের মধ্যেই এই লোকেরা আরাম এবং শান্তি খুঁজে পায়। এই ধরণের দলকে হারানো অসম্ভব।

সত্য ও মিথ্যার যুদ্ধ অনন্তকাল থেকে চলে আসছে এবং চিরকাল চলবে। হজরত আদম আ. এবং শয়তানের মধ্যকার এই যুদ্ধ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে। একজন মুসলিমকে তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঈমান ও কুফরের যুদ্ধ লড়ে যেতে হবে। শয়তান মানুষকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, তাই একজন মুমিনের যুদ্ধ চিরকাল। যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে, তোমার যুদ্ধ চলবে, শত্রুরা বদলে যাবে কিন্তু যুদ্ধ চলমান থাকবে। ইতিহাস থেকে এটাই স্পষ্ট হয়।

একটা সময় ছিল যখন রোম এবং পারস্য ছিল মুসলমানদের প্রধান শত্রু। তারপর সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শত্রুরাও বদলে গেল। তারপর এমন একটা সময় এলো যখন ব্রিটিশ এবং ফরাসিরা আমাদের সবচেয়ে খারাপ শত্রু হয়ে উঠল। কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় শত্রু হল ইসরায়েল এবং আমেরিকা। একটা সময় ছিল যখন ইসরায়েল নামে কোন দেশ ছিল না। কিন্তু এখন এই দুটিই আমাদের প্রধান শত্রু।

আমাদের যুদ্ধ কেবল শারীরিক সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই যুদ্ধের কোন শেষ নেই, তবুও আমরা এই চিরন্তন যুদ্ধকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি। আমরা মনে করি আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে আমরা সমগ্র ভারত উপমহাদেশ জয় করব। এর মধ্যেই আমরা সোমালিয়া এবং মালি সহ সমগ্র আফ্রিকা জয় করব। ১৫ বছর পর আমরা ইউরোপ আক্রমণ করব। তারপর আমরা একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী তৈরি করব যাতে আমরা আমেরিকার ভূমিতে আক্রমণ শুরু করতে পারি। এভাবে, আমরা বিশ্ব জয় করব। অর্থাৎ, আমাদের মনে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের পরিকল্পনা রয়েছে। বাস্তবতা হল, এই যুদ্ধ, যা আমাদের দিয়ে শুরু হয়নি, আমাদের দিয়ে শেষও হবে না। হযরত আদমের সময়ে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। এর আগে সমস্ত শত্রুকে নির্মূল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা সকলে জানি এবং বিশ্বাস করি যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করার জন্য সর্বদা কাফেরদের টিকিয়ে রাখবেন। কিন্তু তবুও আমরা সীমিত আর অল্প সময়ের জন্য আমাদের চিন্তাভাবনা সাজাই। এটি একটি সংকীর্ণ মানসিকতা। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, তাহলে আমরা কীভাবে আশা করতে পারি যে চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর পরে আমরা পুরো বিশ্ব জয় করে ফেলবো?

আচ্ছা, এটা ঠিক যে কিয়ামতের অনেক লক্ষণ এখন দৃশ্যমান। কিন্তু এটা ভাবা ঠিক নয় যে "কিয়ামত আমাদের সময়েই ঘটবে।" আমাদের সময়ে অনেক বিশেষ ঘটনা ঘটতে পারে, ইমাম মাহদী আমাদের জীবদ্দশায় আবির্ভূত হতে পারেন, আবার নাও হতে পারেন। কিন্তু এটা বলা কোনভাবেই ঠিক নয় যে আমাদের জীবদ্দশায় কেয়ামত সংঘঠিত হবে। যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত, কাফির এবং মুমিন উভয়ই থাকবে। মুমিনরা যেমন ধ্বংস হবে না, তেমনি কাফিররাও চিরতরে ধ্বংস হবেনা। সুতরাং, মুমিনদের উচিত দীর্ঘস্থায়ী ও অসীম মানসিকতা নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

তোমাদেরকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে তিনি নিজেই তাদের উপর প্রতিশোধ নিতেন, কিন্তু (তিনি তোমাদেরকে এ আদেশ দিয়েছেন) যাতে তিনি তোমাদেরকে একে অপরের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে পারেন। [সূরা মুহাম্মদ ৪৭ : ৪]

আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে সকল লড়াই শেষ হয়ে যেত। আমাদের করার কিছুই ছিল না। কিন্তু আল্লাহর সুন্নাহ হলো, আল্লাহ একদল মানুষকে অন্য দলের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। তিনি আমাদেরকে কাফেরদের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন। আর যদি জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকে, বরং প্রকৃতপক্ষে জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবেই, তাহলে কাফেররা অবশ্যই জিহাদে শত্রুর কোটা পূরণের জন্য জমিনে অবশিষ্ট থাকবে।

আমরা সবসময় আমাদের লক্ষ্যগুলিকে একটি 'নির্দিষ্ট বিষয়' এবং একটি 'নির্দিষ্ট সময়সীমার' মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। ঠিক আছে, অবশ্যই আমাদের সাময়িক নির্দিষ্ট কিছু কর্ম পরিকল্পনা আছে, কিন্তু আমাদের প্রথমত বুঝতে হবে যে নিখুঁত পরিকল্পনা সম্ভব নয় আর দ্বিতীয়ত ভবিষ্যতের ফলাফল অগ্রিম নির্ধারণ করা যায় না।

আসলে, বাস্তবতা হলো আমরা অত্যন্ত দুর্বল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের কোনও ব্যবস্থা নেই। একটি পরম সুনির্দিষ্ট এবং আদর্শ পরিকল্পনা তৈরি করা আমাদের কর্তব্য নয়, বরং বলা চলে আমাদের দ্বারা সম্ভবও নয়। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে সময়, সম্পদ এবং সুযোগগুলিকে সঠিকভাবে এবং দক্ষতার সাথে ব্যবহারের জন্য আমাদের কিছু কর্ম পরিকল্পনার প্রয়োজন। তবে, এর অর্থ এই নয় যে আগামী ৫, ৭ বা ১০ বছরে এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করে ফেলার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। আর, সেই মোতাবেক ভবিষ্যত দৃশ্যমান না হলে আমি আর আমার উমারাদের আনুগত্য করবো না, আর আমি সংগঠনের উপর আস্থা রাখবো না! আমি বারবার স্রেফ অভিযোগ করতে থাকবো অসন্তুষ্ট চিত্তে! আমার মনে হবে যে সাংগঠনিক কৌশলগুলো বিভ্রান্তিকর, আমির-উমারাদের সিদ্ধান্তসমূহ ভুল! নাহ ভাই, আমাদের এই ধরনের অবাস্তব চিন্তাভাবনা এবং সীমিত মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা খুবই জরুরী। বাস্তবসম্মত পরিকল্পনার আলোকে, আমাদের অবশ্যই অসীম আর বিস্তৃত মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি জিহাদের এই কঠিন রাস্তায় হাঁটতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই একটি অসীম মানসিকতা লালন করতে হবে। যুদ্ধ সর্বদা চলবে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমরা আমাদের মহাক্ষমতাধর রবের সাক্ষাৎ লাভ অব্দি এই পথে চলতেই থাকব, এটাই আমাদের মানসিকতা হওয়া উচিত।

শায়খ ইউসুফ আল-উরাইদি বলেন :

> **আপনাকে আপনার অধীনস্তদের নিকট শরয়ী উসুল স্পষ্ট করে দিতে হবে। কেবল আবেগ নিয়ে আসে এমন কাউকে এখানে আনবেন না যে । আপনার এমন একজনের প্রয়োজন যে বিশ্বাস এবং নীতি-নৈতিকতা মেনে নিয়েই আসবে, এবং নিঃসন্দেহে, সে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আপনার সাথেই থাকবে। যারা (সসীম) স্বপ্ন নিয়ে আসে তারা আরেকটি (সসীম) স্বপ্ন নিয়ে ফিরে যায়। আর যারা বিশ্বাস নিয়ে আসে তারা শাহাদাতের সম্মান না পাওয়া পর্যন্ত পিছনে ফিরে তাকায় না।**

অসীম এই লড়াইয়ের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে যা এটাকে সসীম লড়াই থেকে আলাদা করে। উদাহরণস্বরূপ, অসীম এই লড়াইয়ে কোন পরম জয় বা পরাজয় নেই। বরং অটল থাকা মানেই জয়, এবং হাল ছেড়ে দেওয়া মানেই হেরে যাওয়া। অসীম এই লড়াই নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে না; এই লড়াইয়ে শত্রুরা কখনও অদৃশ্য হয় না, হারিয়ে যায়না। একজনের পর একজন, এক জোটের পর আরেক জোট চলে আসে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম চলমান থাকে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে, অসীম লড়াইয়ে অটল থাকার জন্য আপনার অবশ্যই অসীম মানসিকতা থাকতে হবে। এবং অসীম মানসিকতার অতন্ত মৌলিক একটি দিক হল : অসীম মানসিকতায় লড়াই অবিরতভাবে চালিয়ে যেতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল থাকতে হয়। এখানে জয়-পরাজয় গুরুত্বপূর্ণ নয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জয়ও মুখ্য নয়। আসল লক্ষ্য হলো শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া। টিকে থাকা। যদিও জয় আনন্দদায়ক এবং জয় একটি চলমান সংঘাতের মাইলফলক, তবুও জয়ের চেয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়াই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও পরাজয় বেদনাদায়ক কিন্তু যেকোনো যুদ্ধে পরাজয়ই শেষ কথা নয়, পরাজিত হবার চেয়ে যুদ্ধ ত্যাগ করা আরও বড় ক্ষতি। পরাজয় থেকেও পলায়ন অধিক লাঞ্ছনাদায়ক। ব্যক্তিগতভাবে, যতদিন আমরা বেঁচে থাকব এবং সামষ্টিকভাবে যতদিন মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন এই উম্মাহ প্রতিটি ফ্রন্টে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এই যুদ্ধে জয়-পরাজয় গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমস্ত কাফেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা অপরিহার্য নয়, বরং সেটা অসম্ভব। মূল কথা হল লড়াই চালিয়ে যাওয়া। অসীম মানসিকতা দ্বারা আমরা এটাই বুঝাচ্ছি।

শায়খ আনোয়ার আল-আওলাকি বলেন :

> **It's not about winning the race (coming 1st or 2nd), it's all about finishing the race (while being on track).**
> **এটা দৌড়ে জেতা (প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অর্জনের) বিষয় নয়, বরং এটা (ট্র্যাকে থেকে) দৌড় শেষ করার বিষয়।**

অর্থাৎ, কিছু প্রতিযোগীর মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো। এখন কে সর্বপ্রথম লাল ফিতা অতিক্রম করবে এটা থেকে অধিক গুরুত্তপূর্ণ হচ্ছে সম্পূর্ণ মাঠ সঠিকভাবে দৌড়ে কে শেষতক দৌড় শেষ করলো। কেউ সম্পূর্ণ মাঠ প্রদক্ষিণ না করেও শর্টকার্ট গিয়ে লাল ফিতা ছুয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু সে মূলত খেলা থেকেই বহিষ্কার হয়ে যাবে। একইভাবে একটা ভূখণ্ড কিংবা একটা ফ্রন্টের লাল ফিতা ছুয়ে ফেলাতেই কেউ যদি অস্ত্র ত্যাগ করে বিজয় উল্লাস শুরু করে, তবে সে বিজয়ী না বরং বহিষ্কৃত বলেই নাম লিখালো।

যুদ্ধক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্য আমাদের অবশ্যই ক্রমাগত নিজেদের উন্নত করতে হবে। অবিরাম যুদ্ধ এবং অবিরাম উন্নতি সাধন এই দুইয়ের সংমিশ্রণ অসীম মানসিকতাকে পরিপূর্ণ করে তুলবে। অর্থাৎ, এই সংঘাতে সাফল্যের চাবিকাঠি হল নিজেকে নিজের প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবা। নিজের আজকের দিনটিকে গতকালের চেয়ে ভালো করে তোলা, নতুন বছরকে আগের বছরের চেয়ে সমৃদ্ধ করে তোলা। যদি কেউ এরূপ অসীম মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করে, তাহলে তার শত্রু আপনা আপনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবে। পরিশেষে, এখানে সাফল্যের চাবিকাঠি হচ্ছে অধ্যবসায়।

এবার আসুন সীমিত মানসিকতা এবং সীমাহীন মানসিকতার তুলনা করি। কিছু উদাহরণ এই দুটির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করতে পারে, ইনশাআল্লাহ। সীমিত এবং সীমাহীন মানসিকতার বিষয়টি কেবল বিশ্বাস বা লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আমাদের চারপাশের সবকিছুতেই বিদ্যমান। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অসীম মানসিকতায় জয়-পরাজয়ের ধারণাটি ঐতিহ্যবাহী ধারণা থেকে আলাদা। এখানে, জয় মানে শেষ পর্যন্ত লড়াই করা। যে যুদ্ধ থেকে বেড়িয়ে আসে তার পরাজয় নিশ্চিত। সে তো বেড়িয়ে আসলো, কিন্তু তার প্রতিপক্ষ তো এখনও রয়ে গেল। সে তার প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল না করেই স্রেফ সংঘর্ষ থেকে বেঁচে গেল। যদিও অচিরেই সে আরও নতুন প্রতিপক্ষের মুখখমুখী হতে হবে।

বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি আমেরিকাকে পরাজিত করলে আমাদের কাজ শেষ। কিন্তু বাস্তবে, সংঘাত তখনও শেষ হবে না। আমরা আমেরিকাকে পরাজিত করতে পারব। তারপর আমরা নাহয় বিশ্বমঞ্চে একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলাম। কিন্তু একই সাথে আমরা বিশ্বের আরেক অংশে নতুন পরাশক্তির উত্থান দেখতে পাব, কারণ চীন এবং রাশিয়া দিন দিন আধিপত্যবাদী প্রভাব বাড়িয়েই চলছে। তাদের পতনের পর, অন্য কেউ তাদের স্থান দখল করবে। আর এটাই অসীম মানসিকতার সার কথা; যখনই একটি শত্রুর পতন হয়, তখনই অন্য একটির উত্থান হয়। যেমনটা আমরা সর্বদা ইতিহাসে দেখে আসছি। ঐক্যবদ্ধ ক্রুসেড, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ আর বর্তমানে চলনাম জাতিসংঘের ব্যানারে জিউ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। অর্থাৎ, মুসলিমরা একটি মুহূর্তের জন্য শত্রু মুক্ত থাকতে পারছে না। সূচনা থেকে অবিরতভাবেই আদম বনাম ইবলিসের সংঘাত চলমান। এ এক অসীম সংঘাত। এই সংঘাতে এক পাশে ঈমান আর ওপর পাশে নানা চেহারার নানা প্রান্তের কুফুর। অগ্নিপুজারী, ইহুদি, খ্রিস্টান, নাস্তিক, হিন্দু-বৌদ্ধ সকলেই ইসলামের বিরুদ্ধে এক।

অসীম মানসিকতার এমনই এই এক দ্বন্দ্বে আমেরিকা ভুল করেছিল। ১৯৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কোল্ড ওয়ারে জয়লাভের পর, তারা ভেবেছিল তারা বিশ্বের একমাত্র প্রভু হয়ে উঠেছে, তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, অন্য কোনও প্রতিপক্ষ তাদের স্পর্শও করতে পারে না। কিন্তু এটি ছিল তাদের ভুল ধারণা। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর যে এক মেরু বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ইতিমধ্যেই চীন, রাশিয়র মতো একাধিক পরাশক্তি আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আবির্ভূত হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায়, আমরা মুসলিমরাও বিশ্বমঞ্চে একটি গুরুত্তপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। ক্ষেত্র বদলেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে নতুন মুখ দেখা দিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ থামেনি, যুদ্ধ এখনও চলছে।

অনেকেই ধারণা করেন যে আমি ব্যর্থ হলেও, আমার পরবর্তী প্রজন্ম অদূর ভবিষ্যতে ইসরায়েল, আমেরিকা, মাজুসি ইরান, বাথইস্ট বাশার, হিন্দুত্ববাদি মোদি ইত্যাদির পতন ঘটিয়ে লক্ষ্যে পৌছে যাবে। এটিও একটি সীমিত মানসিকতার প্রকাশ। একটি দৃশ্যমান শত্রুকে হটানোর লক্ষ্য আসলে কোন লক্ষ্য নয়, একটি কার্যকর লক্ষ্য হচ্ছে একটি সীমাহীন লক্ষ্য। লক্ষ্য হল কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, যতক্ষণ তারা অবশিষ্ট থাকে। যেমনটা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যে পর্যন্ত না ফেত্না চুড়ান্ত ভাবে খতম হয়ে যায় এবং দীন কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।
[বাক্বারা ২ : ১৯৩]

সীমিত সংঘাতের ক্ষেত্রে কী ঘটে? একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে, যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। যুদ্ধ অসীম হয় না। এরূপ সীমিত যুদ্ধ আমাদের চারপাশে সর্বদাই দেখা যায়। আবার, একটি অসীম সংঘাতের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সসীম যুদ্ধ ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম এবং কুফরের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। এটি অসীম সংঘাত। এই সীমাহীন সংঘাতের মধ্যকার একটি সসীম অংশ হল আফগান মাটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো আক্রমণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারাতের মধ্যে দোহা চুক্তির মাধ্যমে এই যুদ্ধ সাময়িকভাবে শেষ হয়েছে। কারণ এটি একটি সসীম যুদ্ধ ছিল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে মুসলমানদের সাথে মার্কিন তথা কাফিরদের যুদ্ধ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্র এবং যুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্তিত হলেও এখনো ইয়েমেন, সিরিয়, ওয়ারিজিস্তান ও আফ্রিকার বিভিন্ন ফ্রন্টে লড়াই চলছে।

একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যাক। আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক ডিগ্রি পাই। অনার্স, মাস্টার্স, পিএইচডি ইত্যাদি। একটি নির্দিষ্ট ডিগ্রি অর্জনের জন্য, কিছু নির্ধারিত বিষয় একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের অধীনে অধ্যয়ন করতে হয়। এটি একটি সীমিত বিষয়। কিন্তু এইসব নির্দিষ্ট ডিগ্রির জন্য নির্দিষ্ট কোর্সে অধ্যয়ন করার মধ্যেই 'জ্ঞান অর্জন' সীমাবদ্ধ নয়। বরং দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন চলমান। নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের নির্দিষ্ট বই পড়েই জ্ঞান অর্জন সমাপ্ত করে তৃপ্ত হওয়া যায় না। "এখনো আমার একটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন বাকি, কীভাবে আমি সেই বিষয়ে জানতে পারি?" এই ভাবনা একজন ব্যক্তিকে সর্বদা পীড়া দেয়। ঠিক যেমন সংখ্যার কোনও শেষ নেই, জ্ঞানের কোনও শেষ নেই। আমরা যত বেশি একটি বিষয় অধ্যয়ন করি, ততই আমরা বুঝতে পারি যে সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কতটা কম। এই অনুভূতি, জ্ঞানের জন্য আজীবন সাধনা এবং ক্রমাগত উন্নতি, শেখার এই প্রক্রিয়া অসীম মানসিকতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যদিকে, একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি অর্জন করে আমি সবকিছু জানি এবং শিক্ষিত ধারণা করা হচ্ছে একটি সীমিত মানসিকতার উদাহরণ।

অসীম পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ জিনিসগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে কোন সমস্যা নেই। উদাহরণস্বরূপ, আমি স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট কোর্স অধ্যয়ন করছি। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ জ্ঞানর্জন। কিন্তু একই সাথে, উন্নতি এবং জ্ঞানের জন্য আমার নিরন্তর এবং নিরলস প্রয়াস চলমান। এটি একটি সীমাহীন মানসিকতা। এখানে মূল লক্ষ্য হল জ্ঞান অর্জন করা। স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করা এই জ্ঞান অর্জনের একটি ছোট অংশ। কিন্তু যদি এই সীমাবদ্ধ অংশটুকুই মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে, তবে সেটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি পড়াশোনার মূল লক্ষ্য হয় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করা, তাহলে একজন ব্যক্তি কেবল তার সিলেবাস সাময়িকভাবে মুখস্থ করেন, বোঝা বা শেখার বিষয়ে চিন্তা করেন না। তিনি এমনভাবে পড়াশোনা করেন যে পরীক্ষাতে লেখার আগে পর্যন্তই কেবল মনে রাখতে পারেন, এবং এর পরই সবকিছু ভুলে যান। সীমিত মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সীমাহীন মানসিকতা নিয়ে পড়াশোনা করে সেই আসল লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়। সে কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পড়াশোনা করেনি, বরং বোঝা ও জানার জন্য পড়াশোনা করেছে। দীর্ঘমেয়াদে, যে ব্যক্তি জ্ঞানে অধ্যবসায়ী সেই সফল।

আমরা এখন পর্যন্ত যা আলোচনা করেছি তার সারসংক্ষেপ হলো :
একটি অসীম যুদ্ধে, জয়-পরাজয় মুখ্য বিষয় নয়। মূল বিষয় হল লড়াই চালিয়ে যাওয়া। অসীম সংঘাতকে কোন নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ করা যায় না। একটি অন্তহীন সংঘাতে, শত্রু কখনই সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয় না। যখন একজন প্রতিপক্ষ পরাজিত হয়, তখন অন্য আরেকজনের আবির্ভাব ঘটে। একটি প্রকাশ্য সংঘাতে, আপনাকে একই সাথে একাধিক ফ্রন্টে একাধিক শত্রুর সাথে লড়াই করতে হবে। কিন্তু একটি সীমিত সংঘাতে, বিপরীত পক্ষটি সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট। অসীম মানসিকতার ক্ষেত্রটি কেবল সামরিক যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং, অসীম সংঘাতের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে। আদর্শিক যুদ্ধ, বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ, অর্থ-বাণিজ্য আর রাজনীতি এগুলি সবই অসীম সংঘাতের ক্ষেত্র। যদি আমরা এই মহা সংঘাতে সঠিক পথে এবং ঐক্যের পথে অবিচল থাকতে চাই, যদি আমরা উম্মাহকে নেতৃত্বের অবস্থানে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে সকল গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টে অসীম মানসিকতার গুণাবলী সাথে নিয়ে আমাদের এই অসম অফুরন্ত অসীম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। সীমিত মানসিকতার ফাঁদে পা দেওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই উন্নতির দিকে যেতে হবে। আর এটাকেই কুরআনের ভাষায় **ইস্তিক্বামাত** বলা হয়েছে। সকল কথার শেষ কথা হচ্ছে ইস্তিক্বামাতের সাথে আল্লাহর রাস্তায় অবিচল থাকা। আল্লাহ আমাদের সকলকে সফলতা দান করুন। আমিন।

[আপনাদের মুনাজাতে আসওয়াদ মিডিয়ার ভাইদের ভুলবেন না।]

আসওয়াদ
মিডিয়া